কৃষি তথ্য বার্তা

মাসিক কৃষি তথ্য বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৫০তম বর্ষ ❑ দ্বিতীয় সংখ্যা ❑ জ্যৈষ্ঠ-১৪৩৩, মে-জুন, ২০২৬ ❑ পৃষ্ঠা ৮

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে 'কৃষি ও কৃষকের সুরক্ষায় করণীয়' শীর্ষক ... ২

বরগুনায় কৃষি প্রযুক্তি ও পুষ্টি মেলা উদ্বোধন করেন জাতীয় ... ৩

১২৮ কিলোমিটার খনন করা হবে চট্টগ্রাম জেলার ৫৪টি খালের ... ৪

পাবনার ঈশ্বরদীতে লিচু উৎসব ও কৃষি বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত ... ৫

রাজধানীতে তিন দিনব্যাপী জাতীয় ফলমেলা-২০২৬ অনুষ্ঠিত

"করব মোরা ফল চাষ, সংরক্ষণ করব বারো মাস" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (কেআইবি) চত্বরে তিন দিনব্যাপী জাতীয় ফলমেলা-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়। দেশীয় ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি, সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্প্রসারণ, পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ফল রপ্তানির সম্ভাবনা তুলে ধরতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ মেলার আয়োজন করে।

বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) সকালে মাননীয় কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ জাতীয় ফলমেলা-২০২৬-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর তিনি মেলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সংস্থা, কৃষি উদ্যোক্তা ও কৃষকদের স্টল পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি দেশীয় ফলের উৎপাদন, আধুনিক চাষাবাদ, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ প্রযুক্তি, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ফলমেলা ২০২৬ এর সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ

আমসহ কৃষিপণ্য রপ্তানির সব বাধা দূর করা হবে– মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

আম রপ্তানির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গ্যাপ সার্টিফিকেট তুলে দিচ্ছেন মাননীয় কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ

আমসহ কৃষিপণ্য রপ্তানির সব বাধা দূর করা হবে বলে জানিয়েছেন কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ।

মাননীয় মন্ত্রী ২১ মে ২০২৬ রাজধানীর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে (বিএআরসি) মিলনায়তনে আম রপ্তানির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের কৃষি খাত দেশের অর্থনীতির অন্যতম সম্ভাবনাময় খাত এবং কৃষিপণ্য

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

মাটির উর্বরতা ফিরিয়ে আনতে হবে –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

SRDI এর বার্ষিক কারিগরি কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ

কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, অতিরিক্ত সার ব্যবহারের ফলে অম্লতা বেড়ে মাটির উর্বরতা কমে গেছে। মাটির উর্বরতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

মন্ত্রী গত ১০ জুন ২০২৬ রাজধানীর খামারবাড়ির মৃত্তিকা সম্পদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক কারিগরি কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সম্প্রসারণ-১ মোঃ সেলিম খানের

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে কৃষকদের মাঝে আউশ ধানের বীজ ও সার বিতরণ

রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলা চত্বরে গত ১১ মে সোমবার সকালে কৃষকদের মাঝে আউশ ধানের বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কৃষি পুনর্বাসন/ প্রণোদনা সহায়তা খাতে খরিপ-১ মৌসুমে উফশী আউশ ধানের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার এবং মৌ খামারিদের মাঝে বিনামূল্যে মৌবক্স বিতরণ করা হয়।

চলতি মৌসুমে আউশ ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৌচাষে উৎসাহিত করতে সরকারের পক্ষ থেকে এই বিশেষ প্রণোদনা সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রণোদনার আওতায় উফশী আউশ ধানের বীজ এবং মৌচাষিদের মধু উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১০ জন চাষিকে মৌবক্সসহ অন্যান্য উপকরণ প্রদান করা হয়।

উফশী আউশ ধান প্রণোদনার আওতায় ১০ হাজার কৃষককে কৃষি প্রণোদনা দেওয়া হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রত্যেক কৃষককে একবিঘা জমির জন্য ৫ কেজি ধান বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার এবং ১০ কেজি এমওপি সার প্রদান করা হয়। প্রণোদনা বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: নাজমুস সাদাত রত্ন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মরিয়ম আহমেদ, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো: অহেদুজ্জামান, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা জিগার হাশরত, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুল মানিক, সহকারী প্রকৌশলী (বিএমডিএ) আব্দুল লতিফ এবং উপজেলার উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ।

এ সময় বক্তারা বলেন, বর্তমান সরকার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। আউশ ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ ও সার প্রণোদনা হিসেবে দেওয়া হচ্ছে। তুলনামূলকভাবে বৃষ্টিনির্ভর আউশ ধান উৎপাদন করলে উৎপাদন খরচ কম হয় এবং কৃষক লাভবান হবেন বলেও তারা আশা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি কৃষি প্রণোদনার উপকরণ সঠিকভাবে ব্যবহার করে ফলন বৃদ্ধি এবং মৌচাষের মাধ্যমে মধু উৎপাদন বাড়িয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা।

প্রণোদনা বিতরণ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: নাজমুস সাদাত রত্ন

মো. এমদাদুল হক, কৃতসা, রাজশাহী

সার সাশ্রয় এবং অধিক ফলন প্রাপ্তির আধুনিক প্রযুক্তি
"খামারি"
মোবাইল অ্যাপ
ব্যবহার করুন

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে 'কৃষি ও কৃষকের সুরক্ষায় করণীয়' শীর্ষক কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন- কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ মসীহুর রহমান

কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক কার্যালয়, সিলেটের আয়োজনে এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কোম্পানীগঞ্জ এর সহযোগিতায় উপজেলা প্রশিক্ষণ হলরুমে 'কৃষি ও কৃষকের সুরক্ষায় করণীয়' শীর্ষক দিনব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ ১৬ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

কৃষি তথ্য সার্ভিস,আঞ্চলিক কার্যালয়, সিলেটের আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ ফাহমিদা আক্তারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ মসীহুর রহমান। তিনি দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন বর্তমান সরকার কৃষি ও কৃষকের সুরক্ষায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে 'কৃষক কার্ড' প্রি-পাইলটিং কার্যক্রম ও কৃষকের ঋণ মওকুফ করেছে। কৃষি তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে কৃষি তথ্য সার্ভিসের গুরুত্ব উল্লেখ করে তিনি বলেন- টিভি, রেডিও, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও লিফলেট/ফোল্ডারের মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তি ভিত্তিক তথ্য কৃষকের সুরক্ষায় নিয়মিত প্রচার করছে কৃষি তথ্য সার্ভিস এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১৭ দপ্তর/সংস্থা মাঠপর্যায়ে কৃষি ও কৃষকের সুরক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। কৃষিবিষয়ক যেকোনো সমস্যা সমাধানের জন্য কৃষি কল সেন্টার- ১৬১২৩ নম্বরে ফোন করার পরামর্শ প্রদান করেন তিনি।

পরিচালক মহোদয় বলেন-কৃষি শুধু ধান ও ফসল উৎপাদনকে বলে না, কৃষি মানে মৎস্য উৎপাদন, গবাদি প্রাণী ও পাখি পালন। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিতে নারীদের ভূমিকা অনেক বেশি, এসব উৎপাদনে পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে ও দরিদ্রতা হ্রাস পাবে। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ব্যক্তি বা পেশাগত জীবনে কর্মক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বহুগুণ বৃদ্ধি করে।

উক্ত প্রশিক্ষণে বিশেষ অতিথি এবং প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. রাজিবুল হাসান।

প্রশিক্ষণে সিলেট অঞ্চলে মাটি ও, ফসলের সুরক্ষায় জৈবসার ও জৈব বালাইনাশক ব্যবহারের গুরুত্ব, কৃষকের সার্বিক সুরক্ষায় সমন্বিত ডিজিটাল পরিচয় কৃষক কার্ড, ফসলের সুক্ষায় রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহারে সতর্কতা ও কৃষকদের করণীয়, কৃষিবিষয়ক ওয়েবসাইট ও বিভিন্ন অ্যাপসের পরিচিতি ও ব্যবহার বিষয়ের ওপর তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা ও প্রগতিশীল কৃষক-কৃষণীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন ব্লকের তরুণ কৃষি উদ্যোক্তা ও প্রগতিশীল ৩০ জন কৃষক-কৃষাণী অংশগ্রহণ করেন।

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, সিলেট

কুমিল্লায় কৃষকদের মাঝে কৃষিযন্ত্র বিতরণ করেন কৃষিমন্ত্রী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, সরকার কৃষি খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কৃষকবান্ধব নীতি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বিএনপি সরকার কৃষকের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে এ খাতের টেকসই অগ্রগতি নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সোমবার (২৫ মে) দুপুরে কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলা প্রাঙ্গণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আয়োজিত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে 'কুমিল্লা অঞ্চলে টেকসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প' এবং বাংলাদেশ সাসটেইনেবল রিকভারি, এমার্জেন্সি প্রিপিয়ার্ডনেস অ্যান্ড রেসপন্স (বি-স্ট্রং) প্রকল্পের আওতায় কৃষক গ্রুপের মাঝে ধান কাটার যন্ত্র (রিপার), ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র, এলএলপি, ক্যানভাস পাইপ ও হ্যান্ড স্প্রেয়ার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, কৃষি যান্ত্রিকীকরণের সম্প্রসারণ, সেচ সুবিধা বৃদ্ধি এবং কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে সরকার ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তিনি বলেন, দেশের অর্থনীতিকে টেকসই ও শক্তিশালী করতে হলে কৃষকের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করতে হবে। মন্ত্রী বলেন, কৃষিজমি, জলাশয় বা অন্য কোনো উৎপাদনক্ষম সম্পদ হোক সবকিছুকেই উৎপাদনের আওতায় আনা হবে।

-মোঃ মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার শীর্ষক প্রশিক্ষণ

কৃষি তথ্য সার্ভিস, চট্টগ্রাম অঞ্চলের অয়োজনে ১৯ মে ২০২৬ ইং ফটিকছড়ি উপজেলার, উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়ের কৃষক প্রশিক্ষণ হলে "আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার শীর্ষক কৃষক প্রশিক্ষণ" অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষিবিদ সুলতানা রাজিয়া, আঞ্চলিক বেতার কৃষি কর্মকর্তার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ হাবিবুন নেছা, অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি), উপপরিচালকের কার্যালয়, ডিএই চট্টগ্রাম। তিনি কৃষিতে আধুনিক কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তির নতুন নতুন যন্ত্রপাতির ব্যবহার, কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন অ্যাপসের ব্যবহারসহ এআই- প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষিকে আরো কিভাবে এগিয়ে নেয়া যায় সে বিষয়ে বিষদ আলোচনা করেন।

সভাপতি, কৃষিবিদ সুলতানা রাজিয়া, আঞ্চলিক বেতার কৃষি কর্মকর্তা, তিনি কৃষি তথ্য সার্ভিসের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং কৃষিতে এআইসিসির কাজ, গুরুত্ব ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করেন।

প্রশিক্ষণে বক্তব্য উপস্থাপন করছেন কৃষিবিদ হাবিবুন নেছা অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি) উপপরিচালকের কার্যালয়, ডিএই, চট্টগ্রাম

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ আবু সালেক, উপজেলা কৃষি অফিসার, উপজেলা কৃষি অফিস, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। তিনি এআইসিসির কাজ, কৃষি কাজে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত পরামর্শসহ কৃষি বিষয়ক যেকোন সহযোগিতার জন্য আশ্বস্ত করেন।

প্রশিক্ষণে উত্তর নিচিন্তাপুর আইসিএম ক্লাবের ৩০ জন সদস্য, কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রতিনিধি, প্রিন্ট ও ইলেকট্রিনিক মিডিয়া কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম

বরগুনায় কৃষিপ্রযুক্তি ও পুষ্টিমেলা উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ

বরগুনায় কৃষি প্রযুক্তি ও পুষ্টিমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জাতীয় সংসদের মাননীয় চিফ হুইপ মো. নূরুল ইসলাম মণি

বরগুনায় কৃষি প্রযুক্তি ও পুষ্টিমেলা উদ্বোধন করলেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ মো: নূরুল ইসলাম মণি। এ উপলক্ষ্যে ১৪ মে শহরের শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বরগুনার জেলা প্রশাসক মিজ তাছলিমা আক্তার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বরগুনা জেলা পরিষদের প্রশাসক মো. নজরুল ইসলাম মোল্লা এবং জেলা পুলিশ সুপার মো: কুদরত-ই-খুদা (পিপিএম- সেবা)। স্বাগত বক্তা হিসেবে ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) উপপরিচালক রথীন্দ্র নাথ বিশ্বাস।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে চিফ হুইপ বলেন, দেশের সব মানুষ যেন খেয়ে-পরে ভালো থাকতে পারে ; সেজন্য বর্তমান সরকারের পক্ষ হতে চাষিদের মাঝে কৃষক কার্ড দেওয়া শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে কৃষকরা ১০ ধরনের সুবিধা পাবেন। আর তা বাস্তবায়ন হলে ফসলের উৎপাদন বাড়বে। এতে কৃষকরা লাভবান হবেন। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান উপলব্দি করেছিলেন-ফসল উৎপাদনে পানি ব্যবস্থাপনা সহজতর করার জন্য খাল খনন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আবার সেই কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। পাশাপাশি কৃষকদের দশ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ করেছি। এর আগে তিনি পায়রা এবং বেলুন উড়িয়ে মেলা উদ্বোধন করেন। পরে বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

ডিএই আয়োজিত তিন দিনের এই মেলায় কৃষি তথ্য সার্ভিসের সৌজন্যে কৃষিবিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। মেলায় ১১ টি স্টল স্থান পায়। এখানে প্রদর্শিত পণ্য দেখে দর্শকের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

- নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের ফসল উৎপাদনের প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপায় শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

মঞ্চে প্রধান অতিথিসহ অন্য অতিথিবৃন্দ

"রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের মাটির পুষ্টিমানের বর্তমান অবস্থা : ফসল উৎপাদনের প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৯ মে, ২০২৬ খ্রিঃ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

পুষ্টি কর্নার : অপরাজিতা

চা খেতে আমরা সবাই কম বেশি ভালোবাসি। আর সেটা যদি হয় ভিন্ন স্বাদের ভিন্ন মাত্রার তাহলে তো কথাই নেই। আজকে আমরা অপরাজিতা ফুল সম্পর্কে জানবো যাকে প্রকৃতির নীল রত্ন বলা হয়।

ফ্যাবেসি পরিবারের একটি জনপ্রিয় লতানো উদ্ভিদ, যা তার গাঢ় নীল বা সাদা রঙের সুন্দর ফুলের জন্য পরিচিত। এই ফুলের চা হলো ভেষজ চা। তাজা বা শুকনো ফুল গরম পানিতে ভিজিয়ে এই চা তৈরি করা হয়। এটি এন্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর যা ত্বক ভালো রাখে এবং ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। ওজন কমানো ও মানসিক চাপ কমানোর ক্ষেত্রে এই চা জাদুকরী টনিক হিসেবে কাজ করে। মজার ব্যাপার হলো এতে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মেশালে চা'র রঙ নীল থেকে বেগুনি হয়ে যায়। অপরাজিতা ফুলের এক কাপ চা পান করলে গ্রহণ করা খাবার থেকে গ্লুকোজ শোষণে এটি বাধা দেয় ও রক্তে শর্করার মাত্রা কমিয়ে দেয় যা ডায়াবেটিসের ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের জন্যও উপকারী।

কৃষিবিদ আব্দুল্লাহ আল মামুন, কৃতসা, ঢাকা

মাটির উর্বরতা ফিরিয়ে আনতে হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কৃষিবিদ মোঃ হাসান জাফির তুহিন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর গোলাম হাফিজ কেনেডি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আব্দুর রহিম এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক ড. মোঃ শহিদুল ইসলাম।

মন্ত্রী বলেন, আগামীর বাংলাদেশ গড়তে মাটির পিএইচ মান বৃদ্ধি করতে হবে। মাটির উর্বরতা বাড়ালে দেশের কৃষি এগিয়ে যাবে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসতে হবে। কৃষি দাঁড়ালে এদেশের ৭৫ ভাগ মানুষের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে যাবে বলে মন্ত্রী মন্তব্য করেন। মাটি ও কৃষি বিজ্ঞানীদের উদ্দেশে মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেন, 'পৃথিবীর যে দেশগুলো ধনী, তারা বছরে বেশির ভাগ বরফে ঢাকা থাকে। আমাদের দেশে ১২ মাস ফসল ফলে। আমাদের এ সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।

তিনি আরো বলেন, এই দেশ আমাদের, এই পৃথিবী আমাদের। চলেন, সবাই মিলে আগামীকে কিছু দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেই। আমি আশা করি, আপনারা আমাদের সহযোগিতা করবেন। সবাই মিলে চলেন আমরা এগিয়ে যাই। আমরা সবাই বিশ্বাস করি, আগামী প্রজন্মের জন্য আরেকটা সুন্দর বাংলাদেশ, সুন্দর পৃথিবী রেখে যেতে হবে। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য।

মাটির গুণাগুণ নষ্ট হওয়ার পেছনে কীটনাশকও অনেকাংশে দায়ী ইঙ্গিত করে মন্ত্রী বলেন, এদেশে পেস্টিসাইডের অবস্থা দেখেন। আমি মনে করি, ওটা আরেকটা কঠিন জগৎ, আবহাওয়া ধ্বংস হচ্ছে, ফসল ধ্বংস হচ্ছে, মাটি ধ্বংস হচ্ছে ও মানবস্বাস্থ্য ধ্বংস হচ্ছে। পৃথিবীতে কি পেস্টিসাইড কেউ ব্যবহার করে না? করে। আমাদের গুণগত মান আরও শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

মোহাম্মদ জাকির হোসেন, সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়

১২৮ কিলোমিটার খনন করা হবে চট্টগ্রাম জেলার ৫৪টি খালের

প্রেস ব্রিফিংয়ে সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক জাহিদুল ইসলাম মিঞা

চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে বুধবার (১৩ মে) জেলা তথ্য অফিস আয়োজিত 'বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নে প্রচার কার্যক্রমের আওতায় ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড ও কৃষি ঋণ মওকুফ, বৃক্ষরোপণ, খাল খনন, নারীর জন্য গাড়ির সুফল' বিষয়ে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে সভাপতির বক্তব্যে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক জাহিদুল ইসলাম মিঞা বলেছেন, কৃষির চাহিদা অনুযায়ী সারা দেশে খাল খনন শুরু হয়েছে এর অংশ হিসেবে চট্টগ্রামে বামনশাহী খাল খননের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া এখানকার ৫৪টি খালের ১২৮ কিলোমিটার খনন করা হবে। ইতোমধ্যে ৬২ কিলোমিটার খাল খনন করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসক আরো বলেন, ইট প্রস্তুতের জন্য মাটির উপরিভাগ কাটা হয়ে থাকে। এ বছর আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে খননকৃত খালের মাটি যেন ইটভাটায় ব্যবহার করা হয়। তাহলে এসব মাটির যেমন কার্যকর ব্যবহার হবে, তেমনি কৃষি জমির টপসয়েল রক্ষা পাবে।

চট্টগ্রামের ডিসি পার্কে ২০ হাজার গাছের চারা লাগানো হয়েছে উল্লেখ করে জাহিদুল ইসলাম মিঞা বলেন, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আওতায় সারা দেশে আগামী ৫ বছরে ২৫ কোটি গাছের চারা রোপণ করা হবে।

পরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে জেলা প্রশাসক বলেন, খননকৃত খালের মাটি যেন আবার সেই খালে না পড়ে, সে বিষয়টি তদারকি করা হবে। তাছাড়া সিএস বা আরএস জরিপ দেখে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত যেসব খাল বিলুপ্ত হয়ে গেছে, সেগুলোও খনন করা হবে।

আরেক প্রশ্নের জবাবে জাহিদুল ইসলাম মিঞা বলেন, খননের জন্য খাল বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে কৃষির গুরুত্ব দেয়া হবে। যেসব খালের দ্বারা কৃষিতে সেচ ব্যবস্থা এবং মৎস্য চাষ সহজ হবে, সেগুলোই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে খনন করা হবে। তবে পর্যায়ক্রমে সব খালই খনন করা হবে।

সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রচার, চট্টগ্রামে জলাবদ্ধতা দূর করতে যত্রতত্র ময়লা ও আবর্জনা পলিথিন না ফেলা-প্রভৃতি বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে জেলা প্রশাসক গণমাধ্যমের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন।

অপর্ণা বড়ুয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম

কাঁঠাল রপ্তানি বিষয়ে চীন-বাংলাদেশ জুম মিটিং

শেষ পৃষ্ঠার পর

একই সঙ্গে রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজীকরণ, ফাইটোস্যানিটারি শর্ত পূরণ, কোল্ড চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষক ও রপ্তানিকারকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে মতামত প্রদান করেন।

আলোচনায় উভয় দেশের প্রতিনিধিরা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাঁঠাল রপ্তানির নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে একযোগে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সভাটি ফল রপ্তানি খাতে নতুন দিগন্ত উন্মোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পরে সরেজমিন কাঁঠাল বাগান পরিদর্শন করেন।

–ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

ময়মনসিংহে আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক মো: সাইফুর রহমান

প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন এট্রিপ্রিনিউরশিপ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার) এর আওতায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর উপপরিচালকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ বিভাগ ময়মনসিংহের আয়োজনে সারিন্দা সবারি রিসোর্ট, ময়মনসিংহের হল রুমে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও উদ্যোক্তা ও ম্যাবস সদস্য নিয়ে গত ৭ জুন সকাল ৯টায় এক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উপপরিচালক আফরোজা বেগম পারুলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক মো: সাইফুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এজেন্সী প্রোগ্রাম ডিরেক্টর (পার্টনার) এপিসিইউ ডিএএম ঢাকার ড. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল ফারুক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) কৃষিবিদ সালমা আক্তার, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ, কৃষি ব্যবসা ও বিপণন বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন। প্রধান অতিথি বলেন, বর্তমানে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাত না করলে কৃষি পণ্যের সঠিক দাম পাওয়া যায় না। অনেক সময় দেখা যায় কৃষকের ক্ষেতের ১ (এক) টাকার আলু প্রক্রিয়াজাত করে ৬০ (ষাট) টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। আমাদের চাকরির পেছনে না ছুটে উদ্যোক্তা হতে হবে। প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্ম-নির্ভরশীল হতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সব প্রতিষ্ঠান একযোগে কাজ করতে হবে। বর্তমানে ১২.০৬ শতাংশ মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে। তাই তাদের জন্য পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে কৃষির যে বিশাল কর্ম পরিকল্পনা রয়েছে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। কাঁঠাল এক সময় পচে যেত এখন প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ভাল দাম পাচ্ছে। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ময়মনসিংহের সহকারী পরিচালক ও সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মৌটুসী সাহা। মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিনিয়র মনিটরিং অফিসার পার্টনার ঢাকার নিখিল চন্দ্র দে। এ সময় উদ্যোক্তা ও ম্যাবস সদস্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রদান করেন।

-সেখ জিয়াউর রহমান, কৃতসা, ময়মনসিংহ

কৃষিপণ্য বেচাকেনায়
সরকারি অ্যাপ
'সদাই' ডাউনলোড করা যাবে
গুগল প্লে স্টোর থেকে

পাবনার ঈশ্বরদীতে লিচু উৎসব ও কৃষি বাণিজ্যমেলা অনুষ্ঠিত

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বাণিজ্য, শিল্প, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির এমপি

পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার সলিমপুর ইউনিয়নের মীরকামারী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দিনব্যাপী 'লিচু উৎসব ও কৃষি বাণিজ্য মেলা'। বাংলাদেশ কৃষক সমিতির আয়োজনে শুক্রবার (৫ জুন) মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এবং আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য, শিল্প, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোঃ খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, এমপি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষিপণ্যের অপচয় রোধে দেশের বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উদ্ভাবনের বিকল্প নেই। লিচু সংরক্ষণে আধুনিক ও স্বল্প খরচের কার্যকর সমাধান বের করতে সরকার গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেবে। বাংলাদেশের কৃষকরা যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করার সক্ষমতা রাখেন। কৃষির সঙ্গে এ অঞ্চলের

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

কৃষিপ্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

সভায় সভাপতিত্ব করেন ঝিনাইদহ জেলার উপপরিচালক জনাব মো: কামরুজ্জামান

ঝিনাইদহ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কার্যালয়ে ৮ই জুন ২০২৬ ইং তারিখ সকাল ১০ টায় কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র জেলার উপপরিচালক জনাব মো: কামরুজ্জামান। এ সভায় সভাপতি অর্গানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের গুরুত্ব, বীজ ও সারের সরবরাহ, ফলের চারা ও জৈব বালাইনাশক নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় বারি সরিষা-১৫ মাঠ পর্যায়ের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। কৃষক পর্যায়ে মাটি পরীক্ষার গুরুত্ব, কৃষি বিপণনে কৃষকের ন্যায্য মূল্য কিভাবে পেতে পারে ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধান নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। কৃষক প্রতিনিধি মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী তার উৎপাদিত কম্পোস্ট সার ও নার্সারিতে চারা উৎপাদনের তথ্য প্রদান করে। কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন- ড. মিজানুর রহমান সিএসও

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

আমসহ কৃষিপণ্য রপ্তানির সব বাধা দূর করা হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বিশাল সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য বিশ্বের অন্যতম উপযোগী দেশ হলেও নীতিগত ও আইনগত কিছু জটিলতার কারণে এ খাত এখনও প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আরও বলেন, সরকার কৃষি ও কৃষকদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কৃষকদের জন্য কৃষক কার্ড, ঋণ মওকুফ এবং বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ফলের রঙ, স্থায়িত্ব ও সংরক্ষণক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করার আহ্বান জানান।

খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে এখন শুধু স্বাদ নয়, নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক মান নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপদ উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারলে বাংলাদেশ বৈশ্বিক বাজারে শক্ত অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হবে। কৃষি মন্ত্রী বলেন, ভবিষ্যতে আমসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্য বাংলাদেশের

ফলমেলার স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

খাল খননের মতো উদ্যোগ কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, বলেন তিনি। কৃষিমন্ত্রী উল্লেখ করেন, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে কৃষিখাতে সরকারি সহায়তা ও ভর্তুকি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত দেশগুলোও কৃষিখাতে ব্যাপক ভর্তুকি প্রদান করে থাকে। একই সঙ্গে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পণ্যের মান বজায় রাখাকে তিনি আন্তর্জাতিক বাজারে সফলতার প্রধান শর্ত হিসেবে তুলে ধরেন।

চীনে কাঁঠাল রপ্তানির সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, চীন বাংলাদেশ থেকে বড় পরিসরে কাঁঠাল আমদানিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করতে বাংলাদেশে একটি আধুনিক প্যাকিং ও কোয়ালিটি কন্ট্রোল ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি তুলে ধরেন। তিনি বাংলাদেশের আদি ফলের স্বাদ ও গুণগত মান সংরক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করে বিজ্ঞানীদের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম প্রধান উৎসে পরিণত হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে উৎপাদক, রপ্তানিকারক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কৃষি সচিব ড. রফিকুল ই মোহামেদ ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মো. সেলিম খান।

অনুষ্ঠানে আম রপ্তানির সম্ভাবনা ও প্রকৃত অর্জন বিষয়ে কি নোট পেপার উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ আরিফুর রহমান।

পরে মন্ত্রী উত্তম কৃষি চর্চা (গ্যাপ) অনুসরণ করে আম উৎপাদনকারী চাষীদের মাঝে গ্যাপ সার্টিফিকেট তুলে দেন।

মোহাম্মদ জাকির হোসেন, সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষিপ্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

সিএসও বারি, যশোর, মো: মাহবুবুর রহমান দেওয়ান এস এস ও ব্রি কুষ্টিয়া, সিকদার মোঃ মোহায়মেন আক্তার অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি), মোঃ আনিসুজ্জামান খান, অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য), ঝিনাইদহ। সোনিয়া শারমিন এসএসও, বারটান, ঝিনাইদহ, সাজিদ খান তাজিন, সিসিডিও তুলা উন্নয়ন বোর্ড, ঝিনাইদহ, মোঃ রশিদুল ইসলাম এস এস ও, এসআরডিআই, মোছাম্মৎ ফাতেমা কাউসার মিশু, জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, ইসরাত জাহান মুন, জেলা কৃষি বিবণন কর্মকর্তা, ঝিনাইদহ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিএ-ডিসি এর প্রতিনিধি, ঝিনাইদহ জেলার সকল উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, সভাপতি, বি সি আই সি, সার, ডিলার, জনাব নুরুল ইসলাম, বীজ ডিলার, জনাব দীপলুর রহমান, বালাইনাশক, প্রতিনিধি, মোঃ ইদ্রিস আলী, ফরহাদ হোসেনসহ কৃষক প্রতিনিধি।

–আসাদুজ্জামান, কৃতসা, খুলনা

"রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের মাটির পুষ্টিমানের

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

রংপুর কর্তৃক আয়োজিত মৃত্তিকা ভবনের হল রুমে উক্ত সেমিনারে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিভাগীয় কার্যালয়ের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল হালিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের অ্যানালাইটিক্যাল সার্ভিস উইংয়ের পরিচালক জনাব মোঃ জয়নাল আবেদিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম ও মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, রংপুর এর ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ইনচার্জ (বিভাগীয় পরীক্ষাগার) জনাব ড. মোঃ সাফিনুর রহমান।

প্রধান অতিথি বলেন- রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের মাটির পিএইচ কম। মাটি পরীক্ষা করে জমিতে সার প্রয়োগ করার জন্য বলেন। এই অঞ্চলের কৃষক অতিরিক্ত সার প্রয়োগ করেন। মাটির স্বাস্থ্য ও গুণাগুণ ঠিক রাখতে মাটি পরীক্ষার বিকল্প নাই।

সেমিনারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের রংপুর বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ, কৃষক-কৃষাণী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মোঃ হারুন অর রশীদ, কৃতসা, রংপুর

পাবনার ঈশ্বরদীতে লিচু উৎসব ও কৃষি বাণিজ্য

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

মানুষের আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। ছোট শিশুদের মধ্যেও কৃষির প্রতি যে ভালোবাসা দেখেছি, তা সত্যিই অনন্য। তিনি আরো বলেন, আগে পেঁয়াজ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা সম্ভব হতো না। কিন্তু স্বল্প খরচে ব্লোয়ার ও এক্সজস্ট ফ্যান ব্যবহার করে এখন কয়েক মাস সংরক্ষণ করা যাচ্ছে। একইভাবে লিচু ও আলুসহ বিভিন্ন কৃষি পণ্যের জন্যও দেশীয় প্রযুক্তিনির্ভর কম খরচের সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশ বর্তমানে বছরে প্রায় চার কোটি টন চাল উৎপাদন করছে এবং পেঁয়াজ উৎপাদনেও স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে এগিয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা আরও ১০ শতাংশ বাড়ানো সম্ভব হলে অনেক কৃষিপণ্য বিদেশেও রপ্তানি করা যাবে।

বাংলাদেশ কৃষক সমিতির সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান কুল ময়েজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফারজানা শারমিন পুতুল। এ ছাড়াও বক্তব্য দেন সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য আরিফা সুলতানা রুমা, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান হাবিব, জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

এর আগে বাণিজ্যমন্ত্রী মেলার উদ্বোধন করেন এবং বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। মেলায় স্থানীয় কৃষি পণ্য, লিচু, কৃষি প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ প্রদর্শিত হয়। এবারের মেলা থেকে ঈশ্বরদীতে প্রায় ৭০০ কোটি টাকার লিচু বিক্রয়ের সম্ভাবনা ও আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

-মোঃ গোলাম আরিফ, কৃতসা, পাবনা

রংপুরে হাইব্রিড ও ইনব্রিডের নতুন জাত ছাড়করণের লক্ষ্যে অনফার্ম ও অনস্টেশন মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত

বোরো মৌসুমের উপযোগী হাইব্রিড ও ইনব্রিডের নতুন জাত ছাড়করণের লক্ষ্যে অনফার্ম ও অনস্টেশন মূল্যায়ন গত ১৪ই মে ২০২৬ খ্রি. আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি রংপুর ও জয়রামপুর আনোয়ার, মিঠাপুকুরে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, রংপুরের আয়োজনে উক্ত অনুষ্ঠানে মূল্যায়ন টিমের প্রধান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মো: অফিসার জনাব মো: আজিজুল ইসলাম; উপরিচালক (বীজ বিপণন) বিএডিসি; চিফ সাইন্টিফিক অফিসার, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর; প্রিন্সিপাল সাইন্টিফিক অফিসার, কীটতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর এবং প্রিন্সিপাল সাইন্টিফিক অফিসার, আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রি, রংপুর মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কার্যক্রমে হাইব্রিড জাতের ৫৪টি লাইন এবং ইনব্রিড জাতের ১৩টি লাইনের পরিপক্বতা পর্যায়ে পোস্ট

মূল্যায়ন টিমের প্রধান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ সিরাজুল ইসলামসহ অন্য সদস্যবৃন্দ মাঠ পরিদর্শনে

সিরাজুল ইসলামসহ অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার ড. পলাশ সরকার; জেলা বীজ প্রত্যয়ন ভ্যারাইটাল ট্রায়ালের মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়।

কৃষিবিদ মোঃ শাহাদৎ হোসেন, কৃতসা, রংপুর

জৈব বালাইনাশকের ব্যবহার বাড়াতে হবে

শেষ পৃষ্ঠার পর

স্কেলে রপ্তানিমুখী করা। এজন্য আমাদের প্রথম যেটা করতে হবে, বিশ্বকে নিশ্চিত করতে হবে যে, আমাদের এখানে উৎপাদিত পণ্য আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক নয়।

মন্ত্রী আরও বলেন, এদেশের আলো, বাতাস, বৃষ্টি মাটি সবকিছুই সবচাইতে সুস্বাদু শাকসবজি বা খাদ্য উৎপাদনের জন্য বিশ্বের মধ্যে সর্বোত্তম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আজকে আমরা তা করতে পারছি না।

মন্ত্রী দেশে বালাইনাশকের ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, দেশে পেস্টিসাইডের কোয়ালিটি কন্ট্রোল হচ্ছে। কিন্তু যেভাবে কোয়ালিটি কন্ট্রোল হচ্ছে, যে কয়টা স্তরে কোয়ালিটি কন্ট্রোল হচ্ছে এটা আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য নেওয়ার জন্য উপযোগী হতে হবে। আজকের শিশু বা পরবর্তী প্রজন্মের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিশুদ্ধ পরিবেশ দরকার। মাটির হেভি মেটাল মুক্ত থাকার জন্য বা নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করার জন্য এই পেস্টিসাইড যেভাবে কোয়ালিটি কন্ট্রোল করে বা চেক করে বাজারে যাচ্ছি এটা সঠিক কিনা তা পুনঃপর্যালোচনা করা দরকার।

– মোহাম্মদ জাকির হোসেন, সিনিয়র তথ্য অফিসার, কৃষি মন্ত্রণালয়

বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা-২০২৬

শেষ পৃষ্ঠার পর

পরিচালক মোঃ রেজাউল আমিন। কর্মশালায় দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা থেকে আগত গবেষক, কৃষক প্রতিনিধিসহ তুলা উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

-ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

রাজধানীতে তিন দিনব্যাপী জাতীয় ফলমেলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মতবিনিময় করেন। উদ্বোধন ও স্টল পরিদর্শন শেষে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে "করব মোরা ফল চাষ, সংরক্ষণ করব বারো মাস" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষি এবং মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ।

মেলায় কৃষি তথ্য সার্ভিসের স্টল পরিদর্শন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. রফিকুল ই মোহামেদ। সেমিনারের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মো: সেলিম খান, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

মূল প্রবন্ধ (Keynote Paper) উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. হাসনাত মোহাম্মাদ সোলায়মান, চেয়ারম্যান, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন প্রফেসর ড. এম. এ. রহিম, ডিন, কৃষি অনুষদ ও বিভাগীয় প্রধান, কৃষি বিজ্ঞান বিভাগ ড্যাফেডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং ড. মুহাম্মদ রাশীদ আহমদ, সাবেক পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

সেমিনারে বক্তারা বলেন, কৃষির বহুমুখীকরণ, পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য নিশ্চিতকরণ এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে ফল চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিভিন্ন ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারেও বাংলাদেশের ফলের চাহিদা বাড়ছে। নিরাপদ ও মানসম্মত ফল উৎপাদন, আধুনিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সম্প্রসারণ এবং রপ্তানি বৃদ্ধি সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার।

তিনি আরও বলেন, ফল মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কৃষকের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ফলের অপচয় রোধ ও বছরব্যাপী সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে প্রতিটি পরিবারকে ফলের গাছ রোপণ এবং নিয়মিত দেশীয় ফল গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। মেলায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত কৃষক, কৃষি উদ্যোক্তা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা অংশগ্রহণ করেছে। মেলায় দেশীয় মৌসুমি ও অপ্রচলিত ফল, ফলভিত্তিক প্রক্রিয়াজাত পণ্য, উন্নত কৃষি প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং ফল চাষ ও সংরক্ষণ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হয়।

-ইসমাত জাহান এমি, কৃতসা, ঢাকা

কৃষি তথ্য বার্তা

৫০তম বর্ষ ❑ দ্বিতীয় সংখ্যা
❑ জ্যৈষ্ঠ-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ; মে-জুন, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

জৈব বালাইনাশকের ব্যবহার বাড়াতে হবে – মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, যথেচ্ছভাবে বালাইনাশক ব্যবহার পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি ডেকে আনছে। এ ক্ষতি থেকে বাঁচতে জৈব বালাইনাশকের ব্যবহার বাড়াতে হবে।

মন্ত্রী গত ০৪ জুন ২০২৬ রাজধানীর খামারবাড়ির বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে বালাইনাশক কারিগরি উপদেষ্টা কমিটির ৯০ তম (বিশেষ) সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ড. মোঃ আব্দুছ ছালাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব ড. রফিকুল ই মোহামেদ।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, রাসায়নিক বালাইনাশক পরিবেশ ও মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। যেকোন বালাই-নাশকের ব্যবহার শতভাগ বিজ্ঞানভিত্তিক হতে হবে। মাটি ও জলজ বাস্তুসংস্থান যেন স্বাভাবিক থাকে সে বিষয় বিবেচনায় রেখে বালাইনাশক উৎপাদন, অনুমোদন, বিপণন ও ব্যবহার শতভাগ বিজ্ঞানভিত্তিক হতে হবে। মাটি ও জলজ বাস্তুসংস্থান যেন স্বাভাবিক থাকে সে বিষয় বিবেচনায় রেখে বালাইনাশক উৎপাদন, অনুমোদন, বিপণন ও ব্যবহার করতে হবে। জৈব বালাইনাশকের উৎপদান ও ব্যবহারের উপর জোর দিতে হবে। পাশাপাশি, প্রাকৃতিকভাবে

সভায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষি নিয়ে সরকারের পরিকল্পনার বিষয়ে আলোকপাত করেন

কীট-পতঙ্গ দমন পদ্ধতির ব্যবহারও বাড়াতে হবে। মন্ত্রী কৃষি নিয়ে সরকারের পরিকল্পনা বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, 'কৃষিকে যদি রপ্তানিমুখী করা যায় তাহলে দেশের অর্থনীতিকে স্থায়ীভাবে সরকারের উদ্দেশ্য কৃষিকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা –২০২৬ অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কৃষিবিদ মোঃ হাসান জাফির তুহিন

গত ২০ জুন ২০২৬ তারিখ উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কৃষিবিদ মোঃ হাসান জাফির তুহিন। কর্মশালায় প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন সরকারি রাজস্ব বাজেটের সঠিক ও কার্যকরী ব্যবহারের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের তুলা চাষিদের কাছে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও সঠিক প্রশিক্ষণ পৌঁছে দিতে হবে। বরেন্দ্র অঞ্চলসহ দেশের অন্যান্য নতুন ও সম্ভাবনাময় এলাকায় তুলা চাষের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে কৃষকদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি দেশের আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনার আহ্বান জানান তিনি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন মহাপরিচালক, ড. মোঃ শহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তুলা উন্নয়ন বোর্ডের উপপরিচালক মোঃ কুতুব উদ্দিন।

কর্মশালাটির সভাপতিত্ব করেন তুলা উন্নয়ন বোর্ডের এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

কাঁঠাল রপ্তানি বিষয়ে চীন-বাংলাদেশ জুম মিটিং অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মো. মাহমুদুর রহমান

গাজীপুরে কৃষি মন্ত্রণালয়ে উদ্যোগে কাঁঠাল রপ্তানি বিষয়ে চীন-বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের ভারচ্যুয়াল জুম মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ০৬ই জুন ২০২৬ ইং অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মো. মাহমুদুর রহমান। জুম প্লাটফর্মে চায়না জিএসসি থেকে মিস ডেনগিয়ান, মিস ঝিয়া ঝিয়াওটিং, মিস চ্যাং ঝেনচ আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মোঃ মসীহুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আব্দুর রহিম। গাজীপুরে উৎপাদিত উন্নতমানের কাঁঠাল চীনের বাজারে রপ্তানির সম্ভাবনা ও করণীয় বিষয়ে চীন কে অবহিত করেন। সভায় কাঁঠালের উৎপাদন, সংগ্রহ, মান নিয়ন্ত্রণ, প্যাকেজিং, সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভায় বক্তারা বাংলাদেশের কাঁঠালের গুণগত মান ও উৎপাদন সক্ষমতার কথা তুলে ধরে চীনের বৃহৎ বাজারে রপ্তানি সম্প্রসারণের সুযোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

সম্পাদক : কৃষিবিদ শেখ ইফফাত আরা ইসলাম, সহ. সম্পাদক : কৃষিবিদ ইমরান খান
গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন। মুদ্রণে: কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd